নিবেদন

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য জগতের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব দেবেশ রায় বাংলা সাহিত্য আকাশে একজন ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেই খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। বর্তমানেও তাঁর লেখনি ধারা সৃষ্টিশীল। ব্যক্তিজীবনে তিনি একাধারে অধ্যাপক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী এই বহুবিধ প্রতিভা তাঁর সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন সমাজ বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যে নানান রূপে প্রতিফলিত। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ তাঁর সাহিত্যের চিত্রিত হয়েছে। তাদের আশা-আকাঙক্ষা, জীবন-জটিলতা, সসম্যা-সংগ্রাম ব্যর্থতা ও বেদনার ছবি তিনি শিল্পীর ন্যায় সুনিপুণ ভাবে অঙ্কন করেছেন। নারী জীবনের প্রেম-ভালোবাসা যেমন চিত্রিত করেছেন তেমনি তাদের অন্তর্লীন সমস্যার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর গল্প সাহিত্যে। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম দিকপাল ব্যক্তিত্ব দেবেশ রায়। তিনি মূলত উত্তরবঙ্গের কথাকার। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের স্থান-নাম, সাধারণ জনজীবন তাঁর সাহিত্য সম্ভারের কেন্দ্রভূমি। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের জনজীবন তাঁর সাহিত্যে চরিত্র হিসেবে উঠে এলেও তিনি আপন শিল্পীর দক্ষতায় সাহিত্যের আঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেছেন অনায়াশেই। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ও তিনি কালের স্রোতে তলিয়ে যাননি। বরং নিজস্বতায় তিনি ছোটগল্পের একটি নতুন ফর্ম বা আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছেন। সেখানে ফর্ম নয় গল্পের বিষয়ই ফর্ম হয়ে উঠেছে। এখানেই গল্পকার দেবেশ রায় স্বতন্ত্র। উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি। উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষের কাছে আমি চিরঋণী। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের রচনা নিয়েই আমার গবেষণা প্রকল্পের বিষয় নির্বাচন।

আমার এই গবেষণার কাজে অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশের সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান আমার চিন্তাগুলিকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করেছে। নিয়মিত যোগসূত্র রক্ষা করে স্যারের নির্দেশিত পথেই আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

পত্র-পত্রিকায় দেবেশ রায়ের গল্পগুলি সংগ্রহ করার কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন গল্পকার দেবেশ রায়ের ভাই সমরেশ রায় মহাশয়। গল্পকারের আত্মীয় শিলিগুড়ির সঞ্জয় দত্ত মহাশয়। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। স্বয়ং লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি তাঁর গল্প সম্পর্কে মূল্যবান মতামত পেয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়াও যাঁদের আলোচনা ও পরামর্শ আমার গবেষণা প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁরা হলেন বিভাগীয় অধ্যাপক দীপককুমার রায়, অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক বিকাশ পাল, অধ্যাপক সূর্য লামা, অধ্যাপিকা ঊর্মী মুখার্জী, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম স্যারদের এবং ম্যাডামকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়াও আমার গবেষণা কর্মের অগ্রগতি নিয়ে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশের সহধর্মিনী মন্দিরা যশ, ম্যামকে প্রণাম জানাই।

আমার পূর্বতন কর্মক্ষেত্র বনিজের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বর্তমান কর্মক্ষেত্র পীয়ূষকান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়ে সহকর্মী অধ্যাপকদ্বয় যেভাবে আমার গবেষণা কর্মের বিষয়ে সর্বদা খোঁজ নিয়ে আমাকে দ্রুত গবেষণা কর্ম শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রুফ সংশোধন বিভিন্ন সময় গবেষণার বিষয় নিয়ে কিছু মতামত বিনিময় করেছি ভাতৃপ্রতিম গবেষক সুজিত বর্মণের সাথে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজ গবেষক কালিপদ বর্মণ, রবীন্দ্রকুমার বর্মণ, অমিত কুমার বর্মণ ও আমার দাদা সমতুল্য পরিতোষ কার্জী আমার পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। তাদের ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই। আমার বাবা-মা যাদের সহানুভূতি অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ ছাড়া এই কাজ কখনই সম্পন্ন হত না, তাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অবশেষে বুবুন কুমার বর্মণ কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা পত্রটি মুদ্রিত করে দিয়েছেন দাদাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশ রায়

প্রকাশ রায়